R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
১৮ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
১৩ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুর হাসপাতাল সুপারের দুর্নীতির তদন্ত না হওয়ার পেছনে রহস্য কোথায় ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের বর্তমান সুপার ডাঃ অসীম হালদার সরকারী নির্দেশকে ডোন্টকেয়ার ভাব দেখিয়ে হাসপাতাল কোয়াটারে না থেকে রঘুনাথগঞ্জ গোডাউন কলোনীতে নিজের বাড়ীতে বাস করেন। সেখানে প্রাইভেট প্রাকটিসও করেন বলে খবর। সুপারের পোষ্টের জন্য তাঁকে অতিরিক্ত একটা টাকাও সরকার থেকে দেয়া হয়। ডাঃ হালদারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বড় অভিযোগ—গত জানুয়ারী '০৬ দু' একজনের যোগসাজশে ২০০০ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গদি, যন্ত্রপাতি স্যালাইনের খালি শিশি, পুরোনো এক্সরে প্লেট, হাইপো সলিউশন ইত্যাদি বাতিল জিনিসপত্র টেন্ডারকে উপেক্ষা করে বহরমপুরের জনৈক সুরেন্দ্র রায়কে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর কলেজে জুতো তুলে প্রিন্সিপ্যালের ছাত্র শাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ফার্স্ট ইয়ার পাস কোর্সের বাংলা ক্লাস নিচ্ছিলেন অধ্যাপক অসীম মন্ডল গত ৬ সেপ্টেম্বর। ক্লাস রুমের বাইরে একজন অপরিচিত ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তিনি। ছেলেটি কি জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছে জানতে অসীমবাবু বাইরে বেড়িয়ে আসতেই ক্লাস রুম থেকে গৌরব মুখার্জী নামে এক ছাত্র ইসারায় ঐ ছেলেটিকে চলে যেতে বলেন। অসীমবাবু সেটা লক্ষ্য করেন। এরপর গৌরবকে তিনি প্রিন্সিপ্যালের ঘরে নিয়ে যান। অসীমবাবুর অভিযোগ শোনার পর প্রিন্সিপ্যাল আবু শুকরানা গৌরবের কান ধরে চর ঘুষি মারতে শুরু করেন তাকে। গৌরব প্রিন্সিপ্যালকে ঘটনাটা বারবার (শেষ পৃষ্ঠায়)

ধুলিয়ান এখন ছিনতাইকারীদের দাপটে জর্জরিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহর দিনের দিন আতঙ্কিত শহরে রূপ নিচ্ছে। চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি লেগেই আছে। গত ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ ওখানকার আইসক্রীম ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ দাস ব্যাঙ্ক থেকে একটা নাইলনের ব্যাগে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। বাড়ীর সন্নিকটে হরিসভার কাছে দুই মোটর সাইকেলে চার আরোহী গৌরাঙ্গবাবুর কাছ থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। এর আগে মোবাইল ব্যবসায়ী নাসির মহালদারের বাড়ী থেকে নগদ নয় হাজার টাকা, সোনা চাঁদির গয়না সমাজবিরোধীরা চুরি করে নিয়ে যায়। পুলিশ কোনটারই এখন পর্যন্ত হদিস করতে পারেনি। এর ফলে এলাকাবাসী আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। ধুলিয়ানের অন লাইন লটারীকে অনেকে এরজন্য দায়ী করেছেন। এখানকার প্রায় পঞ্চাশটি অন লাইন লটারীর কাউন্টারে এখন ছেলে ছোকরাদেরই ভিড় বেশী।

ব্রীজের রাস্তা অবরোধ করে তিন তাসের খেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পারে ভাগীরথী ব্রীজের ওপর চলে আসা কদম ডালের ছায়ায় প্রকাশ্যে তিন তাসের জুয়া খেলা চলছে, ব্রীজের ব্যস্ত রাস্তা অবরোধ করে রিক্সা ভ্যান দাঁড় করিয়ে আখের রস বিক্রী হচ্ছে, দেহ সপারিনীদের ভিড়ও যত্রতত্র। বেলা ১২টা—১টার সময় এই ধরনের কারবার চললেও ডিউটিরত পুলিশ কিছু জানে না। ফুলতলা মোড়ে পুলিশের কাজ ব্রীজের মুখ ঘিরে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানো বাস, ট্রেকার, অটোর কাছ থেকে টাকা আদায় করে পকেটে পোরা। এ ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এবার ইউ বি আই থেকে একইভাবে টাকা উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইউ বি আই রঘুনাথগঞ্জ শাখার কাউন্টার থেকে অভিনবভাবে দশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল সমেত ছোট ব্যাগ হাপিস হয়ে গেল গত ৬ সেপ্টেম্বর। জানা যায়, মিঞাপুরের চাল ব্যবসায়ী শ্যামল সাহা টাকা ভর্তি ব্যাগটি পাশে রেখে ফরম পূরণ করছিলেন। ঐ সময় পাশ থেকে একজন এসে বলে আপনার টাকা পড়ে গেছে। শ্যামল নীচে তাকিয়ে দশ-কুড়ি টাকার কয়েকটা নোট মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি নোটগুলো তুলেই দেখেন পাশে রাখা তার টাকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

আত্মশুদ্ধি বড় প্রয়োজন

দেশে জন্মিলে দেশ আপনার হয় না, দেশকে ভালবাসিতে হয়. তাহাকে আপনার আপনজন, আত্মার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে হয়। তবেই দেশ আপনার হয়। দেশের সুখ দুঃখ অর্থাৎ দেশের মানুষদের সুখ দুঃখকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শেখাই হইতেছে দেশপ্রেম। দেশের মানুষের নিকটে দেশ হইতেছে জননীস্বরূপা। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের স্তন্য দিয়া তাহাকে বড় করিয়া তোলেন। আর দেশ জননী তাহার সন্তানদের আপনার বুকের উপর স্থান দিয়া পরিপোষণ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রতি যেমন সন্তানের কর্তব্য থাকিয়া যায়, দেশ জননীর প্রতিও তেমনি কর্তব্য এবং ঋণ থাকে দেশবাসী সন্তানদের। গর্ভধারিণী মাতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ দেশের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমান অপরিশোধ্য। গর্ভধারিণীর মত দেশ মাতৃকার প্রতি সর্ববিষয়ে যত্নবান হওয়া সন্তানসন্ততিদের অবশ্য কর্তব্য। মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই ভারতভূমি ছিল শাপভ্রষ্টা অহল্যার মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী। শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে একপ্রাণ একতা লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল আনিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল কত শত শহীদ বীর সন্তানেরা। সেদিন মুক্তির সোপানতলে কত শত প্রাণ উৎসর্গিত হইয়াছিল। চলিয়াছিল রাত্রির তপস্যা। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে দেশের মানুষের কাছে দেশ ছিল সব কিছুর উপরে। তাহার জন্য অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বিপদকে বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে মৃত্যুপাশ আপন গলায় পরিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত প্রাণের চাইতে ত্রাণ বড়। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকার সুখ নাই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের মানুষ বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আবার কেহ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া রজ্জুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গাহিয়াছে জীবনের জয়গান।

আজ ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো বীর শহীদদের কথা বার বার মনে পড়ে। লজ্জা হয়—আমরা তাহাদের উত্তরসুরী বলিতে। কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা কতজন নিবেদিত প্রাণ হইতে পারিয়াছি? দেশকে ভালো না বাসিয়া নিজেকে, নিজের স্বার্থকে ভালোবাসিয়াছি। দেশপ্রেমের মিথ্যা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আপন আপন স্বার্থের সেবা করিয়া চলিয়াছি। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, সন্ত্রাসের নামে, প্রাদেশিকতার নামে এই দেশের মানুষ আমরা আজ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত, কলঙ্কিত করিয়া চলিয়াছি। স্বার্থপরতার, ক্ষমতা লোলুপতার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকা আজ একপ্রকার বলিপ্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা কি একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কত প্রাণের মূল্যে কেনা হইয়াছে জননীর বন্ধন মুক্তি? দেশবাসীর চিত্তলোকের অগ্নি শুদ্ধির শপথ লইবার দিন কবে আসিবে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

'অলৌকিক ভোরের কবি' প্রসঙ্গে

'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর নিয়মিত পাঠক হিসেবে গত ১০ ভাদ্র ১৪১৩ (ইং ৩০ আগষ্ট ২০০৬) তারিখের এই পত্রিকায় প্রকাশিত স্মরণ দত্তের 'চোখ বুজলেন অলৌকিক ভোরের কবি' শীর্ষক সময়োচিত প্রতিবেদনটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়তে গিয়ে সত্যি বলতে কী, কিছুটা চমকে উঠেছি। এ কোন্ সামসুর রহমান? আমাদের পরিচিত প্রিয় কবি শামসুর রাহমান কি?

গোঁড়াতেই গলদ! কোনো প্রখ্যাত কবির সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন বা অন্য কিছু লিখতে গিয়ে সেই কবির নামটাই যদি সঠিকভাবে লেখা না হয়, ভুল লেখা হয়. তবে সেই প্রতিবেদন পড়ার মতো ইচ্ছেটাই আর থাকে না। স্মরণের ওই প্রতিবেদনটা আগ্রহ নিয়ে পড়তে গিয়ে আমার ঠিক সেরকমই হয়েছে। স্মরণকে জানি, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ যদিও নেই। তার নামের সঙ্গেও পরিচিত। জানি, কবিতায় আত্মনিবেদিত প্রাণ স্মরণ এ জেলার একজন পরিচিত আবৃত্তি শিল্পী। এবং কবিতাও লেখে। সেকারণেই 'অলৌকিক ভোরের কবি' সামসুর রাহমান সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে কবির নাম সম্পর্কেই অসতর্কতা ও অসচেতনতা এবং তীব্র অবহেলা আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দিয়েছে বলেই এই চিঠি না লিখে পারলাম না।

'সামসুর রহমান' নামটা স্মরণ কোথায় পেয়েছে আমি জানিনা। তবে আমার যদ্দুর জানা আছে, কবি নিজের নাম সব সময়েই 'সামশুর রাহমান'-ই লিখতেন। শামসুর রাহমান যেমন অজস্র কবিতা লিখেছেন, তেমনি প্রবন্ধ এবং উপন্যাসও লিখেছেন। তিনি সব ক্ষেত্রেই 'শামসুর রাহমান' নামটাই ব্যবহার করেছেন। এবং এই নামেই তো শুধু দু-বাংলায় নয়, বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী সচেতন কবিতা প্রিয় মানুষদের কাছে বিশেষভাবে প্রিয় ও পরিচিত।

প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। অনেক বছর আগে কলকাতায় এক প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিকের বাড়িতে শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ ব্যক্তিগত আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল। নানান কথা প্রসঙ্গে, তিনি 'শামসুর রহমান' না লিখে তার নাম 'শামসুর রাহমান' লেখেন কেন, হঠাৎই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মৃদুভাষী কবি জবাব দিয়েছিলেন 'রহমান' ও 'রাহমান'—এই দুটিই আরবী শব্দ। অর্থ—দয়াবান বা দয়ালু। একই শব্দ—পার্থক্য কিছু নেই। তবে আরবী উচ্চারণগত দিক দিয়ে 'রাহমান' শব্দটিই সঠিক। সে হিসেবে তাঁর পিতার নির্দেশে আবাল্য তাঁর নামের শেষে 'রাহমান'ই লেখেন। অর্থাৎ 'শামসুর রাহমান' হিসেবেই তাঁর পুরো বা প্রকৃত নাম লিখে থাকেন। যা-ই হোক, এই প্রথম আলাপের দীর্ঘদিন পরে আর একবার কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিল। আমি তখন কলকাতায়। কবি এসে উঠেছিলেন কলকাতার আমার পরিচিত এক কবির আবাসস্থলে। আমাকে চিনতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। আমি অবাক হয়েছিলাম, আমাকে ওঁর মনে আছে দেখে। সেবারেও অনেক কথা হয়েছিল। আর তাঁর সঙ্গে এই আলাপের সূত্র ধরে আমার স্নেহভাজন ঢাকার প্রবন্ধকার ও সমালোচক ডঃ ইসরাইল খানের মাধ্যমে আমার সম্পাদিত অনিয়মিত কবিতার কাগজ 'অর্কেস্ট্রা'র জন্যে বিভিন্ন সময়ে শামসুর রাহমান-এর কবিতা সংগ্রহ করেছি। গত মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা, ২০০৬ সংখ্যায়ও কবির কবিতা আমি পেয়েছিলাম এবং প্রকাশও করেছিলাম। আমার মনে পড়ে, কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের সময় আমাকে বার বার বাংলা-দেশে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে বলেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আমার বাংলাদেশ যাওয়া হলোনা—আজ এজন্যে প্রচন্ড দুঃখবোধ জাগে। শামসুর রাহমানের প্রয়াণে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা পূরণ হওয়ার নয়।

সৈয়দ খালেদ নৌমান, বহরমপুর

আইনজীবীদের একদিনের কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীরা গত ৪ সেপ্টেম্বর দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে একদিনের কর্মবিরতি পালন করেন। আইনজীবীদের অভিযোগ, জঙ্গিপুর আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার নকল দীর্ঘ এক বছর অপেক্ষা করেও পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইনজীবীদের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে নকলের আবেদন জানিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না।

গোয়ালা ইউনিয়ন শহরকে শ্লোগয়জন করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে কয়েক বছর ধরে বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশা, শ্বাসকষ্ট, গ্যাস অম্বলের চরম বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক চিকিৎসকের মতে এর প্রধান কারণ জলে মাত্রা অতিরিক্ত আয়রণসহ কিছু বিষাক্ত দ্রবণ এবং বিশেষ করে এখানকার মিষ্টিজাত দ্রব্য খাওয়াও একটা কারণ। জেলার কোথাও দেখা যায় না কিছু ছানা ব্যবসায়ী গায়ের জোরে রাজনৈতিক তকমা লাগিয়ে সমস্ত দোকানে ছানা বিক্রি করবে, অন্যরা ছানা দিতে পারবে না। এটা শুধু দুই শহরেই চলছে। ঐ সব ছানা ব্যবসায়ীরা সুতি, সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার মুষ্টিমেয় কিছু গোয়ালা, যারা বছরের বেশীর ভাগ সময়ই বাংলাদেশের ও এখানকার অতি মারাত্মক দুধ জাতীয় কেমিক্যাল পাউডার দিয়ে ছানা করে গোরু মোষের দুধের ছানা বলে দোকানে দোকানে সরবরাহ করে চলেছে। অথচ আশপাশের বহু গ্রামের গরীব গোয়ালারা খাঁটি দুধের ছানা আনতে পারবে না বা বাজারে বিক্রী করতে পারবে না। কোন দোকানদার এদের ছানা কিনলে সিটুর নেতারা তাদের জব্দ করছে। এই বিষাক্ত ছানার মিষ্টি খেয়ে ঘরে ঘরে হজমের গন্ডগোলে অসুস্থ হচ্ছেন বেশী করে মানুষ। এ সব দেখেও ঠুঁটো জগন্নাথ সেনেটারী ইনসপেকটর আর প্রশাসনের বড় কর্তারা চাকরী বাঁচাতেই ব্যস্ত।

ভিন্ন চোখে

বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য এখন ভিন্ন খাতে। ঋতুচক্রের হিসাবে বর্ষার পরেই শরৎ। বর্ষা বলতেই মেঘমেদুর আকাশের জলছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ঝির ঝির শব্দে বর্ষার ধারাপাত। বৃষ্টি নামে প্রকৃতির বুকে রাজ সমারোহে। বজ্রমালা দিয়ে গাঁথা এই ঋতুর মালা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ ও গুরুগম্ভীর বজ্রধ্বনির মধ্য দিয়ে হয় তার অভিষেক। কিন্তু এবার বর্ষার আঙিনায় গ্রীষ্মের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মাঠে ঘাটে জলের হাহাকার। গ্রামবাংলার আমন ধানের চাষ বিপর্যস্ত। এর মধ্যেই চলছে নদীর একুল ওকুল ভাঙাগড়ার খেলা। গঙ্গা ভাঙনের কবলে হাজার হাজার অসহায় মানুষ। দেশ-জাতি ভাঙা-গড়ার মতই ভাঙছে গঙ্গা। আতঙ্কে প্রহর গুণছে হাজার হাজার নিরাশ্রয় মানুষ খোলা আকাশের নিচে। একদিকে অনাবৃষ্টি ; অন্যদিকে বন্যা ভাঙন। প্রকৃতির কী বিচিত্র খেলা। এর মধ্যেই শিশিরের মত নিঃশব্দে চলে আসবে শরৎ তার অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে। সঙ্গে শিউলির সুবাস।

মাঠে মাঠে থৈ থৈ করা জল। জলেস্থলে সোনালী আলো। মাঠে সবুজ ধানের মাতন। মানুষের চোখে মুখে অনাবিল হাসি—এ ছবি এখন স্বপ্ন। বাস্তবের ক্যানভাসে এই ছবি ধূসর পান্ডুর। তবুও এর মধ্যেই আসবে শারদীয়া। উৎসবপ্রিয় বাঙালী শত দুঃখ কষ্ট হতাশার মধ্য দিয়েই উৎসবের আনন্দের শরিক হবার চেষ্টা করবে। এটাই বোধ হয় উৎসবপ্রিয় বাঙালীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

—মণি সেন

সাংসদ

শীলভদ্র সান্যাল

না না কোনও ভুল নাই সংসদ যাও ভাই
দেখে এস কুস্তির আখড়া।
ঘন ঘন মুষ্ঠি ঝাড়ে, তোলে গুষ্টি
চেহারাটা কী ভীষণ তাগড়া!
পাকাইয়া গুম্ফ শুম্ভ-নিশুম্ভ
রোষ কষাইত নেত্র।
কী মহান ফূর্তি ধরি রণ-মূর্তি
বাধায় সে যেন কুরুক্ষেত্র!
হায়রে ভাগ্যিয়া বিধি জনতার প্রতিনিধি
ত্যাগ করি এটিকেট, লজ্জা—
আপন আসন ছেড়ে রে রে ক'রে আসে তেড়ে
মুষ্ঠিতে ধরে রণ সজ্জা!
নাটকের কুশীলব বিত্ত ও বৈভব
পেশি বলে শক্তি প্রচন্ড!
তিলার্ধ মাত্রে ঘা লাগিলে স্বার্থে
একযোগে সভা করে পন্ড!
বাহবা কী দৃশ্য! দেখে গোটা বিশ্ব
রোমাঞ্চ লাগে মোর চিত্তে,
শাখা মৃগের দল করে সব কোলাহল
গণতন্ত্রের মহাতীর্থে!
সে-ই হল সাংসদ যে করিতে পারে বধ
ধরাশায়ী করি প্রতিপক্ষে
বাক্য ও বাহুবল করি শুধু সম্বল
দলতন্ত্রকে করে রক্ষে!
কষি কূট অংক ছড়ায় কলংক
রাখিতে আপন অস্তিত্ব
উচ্চ করিয়া শির যে হয় মল্লবীর
তারই 'পরে দেশ নেতৃত্ব!
হায় করি মাথা নিচু দেখিলাম তারই কিছু
দৈনিক সংবাদপত্রে
হেরি নব ভব্যতা থ্রিলিং অভিজ্ঞতা
লিখিলাম কতিপয় ছত্রে॥

বাংলা সংগীত মেলা-২০০৬

১৭—১৯শে সেপ্টেম্বর-২০০৬

স্থান—রবীন্দ্র সদন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

আয়োজক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রবীন্দ্র সদন, বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ।

অংশ গ্রহণে—কলকাতার উল্লেখযোগ্য শিল্পীবৃন্দ এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মনোনীত শিল্পীবৃন্দ।

প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে যোগাযোগ করুন।

স্মারক নং ৫৬৬ (৯) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৮/৯/০৬

প্রিন্সিপ্যালের ছাত্র শাসন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। শেষে প্রিন্সিপ্যাল পা থেকে জুতো খুলে মারতে উদ্যত হলে গৌরব রুখে দাঁড়ান। প্রিন্সিপ্যাল গৌরবের আইডেনটিটি কার্ডটা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। অফিসের স্টাফরা ছুটে এসে প্রিন্সিপ্যালকে সংযত হতে বলেন। গৌরবের কান কেটে যায়। বিধ্বস্ত গৌরব ক্লাসরুমে ফিরে গিয়ে সব কথা বন্ধুদের জানান। 'যাকে নিয়ে এই গন্ডগোল, সেই বাইরে দাঁড়ানো ছেলেটি তার বন্ধু। এই ক্লাসটা করে ওকে নিয়ে একটা জায়গা যাবার কথা ছিল। সে কারণেই ও অপেক্ষা করছিল'। এরপর এস এফ আই-এর নেতৃত্বে বেশ কিছু ছাত্র প্রিন্সিপ্যালকে তাঁর ঘরে ঘেরাও করে। কোন স্পর্দ্ধায় তিনি ছাত্রকে জুতো তুললেন ? কৈফিয়ৎ চান। তারা কলেজ গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে সব ঘটনা জানান। সব শুনে মৃগাঙ্কবাবু প্রিন্সিপ্যালকে ফোনে ভর্ৎসনা করেন। গৌরবের বাবা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী বিজয় মুখার্জী ছাত্রকে জুতো দিয়ে মারতে যাবার ঔদ্ধত্যের অভিযোগ এনে জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আবু শুকরানা মন্ডলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনের কাছে আরজি জানাবেন বলে জানা যায়।

টাকা উধাও ইউ বি আই থেকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাগটি নাই। শ্যামল থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ছিনতাইকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, একই কায়দায় কাউন্টারের নিচে টাকা ছিটিয়ে জঙ্গিপুর স্টেট ব্যাঙ্ক থেকেও উমরপুরের এক ব্যবসায়ীর এক লক্ষ টাকা হাপিস হয়ে যায় গত ১৩ জুলাই ০৬। পুলিশ সরজমিন তদন্ত করলেও টাকা বা ছিনতাইকারীর কোন কিনারা করতে পারেনি।

আসল সিল্ক সঠিক দাম

আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা স্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

মির্জাপুর মেন রোড

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬

মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

রহস্য কোথায় ? (১ম পৃষ্ঠার পর)

লক্ষাধিক টাকায় নাকি বিক্রী করে দেন। অথচ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ মতো (Memo No. Tsh/283 dt. 27/1/06) এইসব মালপত্রের প্রকৃত হকদার ছিলেন বীরভুমের এক ব্যক্তি বলে খবর। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে এই হাসপাতালের স্টোরকীপার কাশীরাম দাস একইভাবে স্টোরের মালপত্র গোপনে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে জনসাধারণের হাতে নিগৃহীত হন। অফিসেরই কেউ কেউ এই খবর জনসাধারণের কাছে ফাঁস করে দেয়।

করিতকর্মা সুপার ডাঃ হালদার ডাক্তারের তকমা লাগানো তাঁর বটল গ্রীন রঙের প্রাইভেট গাড়ী নিয়েও ব্যবসা শুরু করেছেন। প্রত্যেক মাসে পোলিও প্রোগ্রামের শেষে ও শুরুতে প্রায় দশ দিন ধরে গাড়ীটি ভাড়া খাটছে। এ ছাড়া ডাক্তারদের হাতে রাখতে দপ্তরের অনুমতি ছাড়া ডাক্তার কোয়াটারের সামনে ডাক্তারদের প্রাইভেট গাড়ী রাখার গ্যারেজ তৈরী করে দিয়েছেন। অন্যদিকে কর্মীদের খুশি করতে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী স্বপন দাস ও তপন পালকে দিয়ে রেকর্ড কিপারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। টানা কাজের সুযোগ পেয়ে ঐ দুই কর্মীও নাকি কাজের স্থায়ীকরণের অধিকার আদায়ে মহামান্য হাইকোর্টের আশ্রয় নিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদগুলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

পদের বিবরণ	সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা	সাধারণ	তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	অনগ্রসর শ্রেণী	প্রতিবন্ধী
অঙ্গনওয়ারী কর্মী	৪৩	২৫	১০	৩	৩	২
অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা কর্মী	১০৫	৬৫	২৩	৭	৭	৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ঃ সাধারণ/অনগ্রসর শ্রেণী ঃ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি ঃ অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণা।
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে স্নাতক বা সমতুল উত্তীর্ণা হলে আবেদন করা যাবে না।
অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা কর্মী ঃ অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণা।
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে মাধ্যমিক বা সমতুল উত্তীর্ণা হলে আবেদন করা যাবে না।
বয়স ঃ ১/৯/২০০৬ তারিখে বয়স ১৮—৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
বাসস্থান ঃ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ঃ প্রকল্প এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।
অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা কর্মী ঃ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।
দরখাস্ত জমা দেবার শেষ তারিখ ২০/১০/২০০৬ সময় বেলা ৪টা পর্যন্ত। বিশদ বিবরণের জন্য যে কোনো কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

জগবন্ধু পাল
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

মেমো নং ২৯৫/আই সি ডি এস/সাগর/সি ডি তাং ১২/০৯/২০০৬

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।